সপ্তম অধ্যায়

বাংলা নাটকের আধুনিক কালে মিথের প্রভাব

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা নাটকের আধুনিক কালে মিথের প্রভাব

বিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজার, মজুতদারী, ব্ল্যাকআউট ইত্যাদির জন্য মানুষ অনেক বেশি রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠল। তৈরি হল আই·পি·টি·এ· বা Indian Peoples' Theatre Asscciation ' শিক্ষিত মানুষের গ্রামে গঞ্জেও সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা আনতে সেখানে গিয়ে অভিনয় করলেন। শহরে তো বটেই। বিজন ভট্টাচার্য থেকে এই জাতীয় নাটকের সূত্রপাত।

এর পরের অধ্যায়ে যে নাট্যকারদের আমরা পাই, আমরা তাঁদের মধ্যে অনেক শক্তিশালী ঔপন্যাসিক আছেন। যেমন বনফুল, তরুণ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতিদের এ পর্বের নাট্যকার বলা যায়। তৎকালীন সময়ের সমস্যা যেমন সমাজে নারীর স্থান নির্ণয়, একান্নবর্তী সংসারের ভাঙন এ সব বিষয় আছে। যুগকালীন অস্থিরতা, বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাও আছে। তার সঙ্গে বিনোদনও আছে। হাসির নাটক থেকে ক্রাইম ড্রামাও অভিনীত হয়েছে। কিন্তু নাটকের এ দুটি পর্বে মিথের কোন ভূমিকা নেই।

বর্তমান যুগে বরং কাব্যে যেমন তেমনি নাটকেও জীবনের জটিলতা বোঝাতে প্রয়োজনে মিথ ও লোকউপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন যাঁরা মৌলিক নাটক রচনা করছেন তাঁদের মধ্যে বাদল সরকার বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর থিয়েটারকে থার্ড থিয়েটার বলা হয়। তিনি নিজে অবশ্য বিকল্প নাটক বলতে পছন্দ করেন। ফ্রী থিয়েটার নামটি তিনি গ্রহণ করেছেন শুধু চিন্তার ফ্রীডম বোঝাতে নয়। অর্থনৈতিক অর্থেও তাঁর 'শতাব্দী' গ্রুপ বিনা মেক-আপ বা সাজসজ্জা ছাড়া অনেক সময় পথে ঘাটে অভিনয় করেন। বেচাকেনার মনোভাবের দায়িত্ব কারো থাকে না।

বাদল সরকারের প্রহসন ছাড়া অন্য নাটকগুলিতে নাট্য চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের দিকে জোর দেওয়া হয়। নিজের মনের প্রবণতা কোন দিকে হয়ত অনেকে জানে না। আত্মউদ্‌ঘাটনের জন্য সাহায্য করতে আসে হয়ত কোন তৃতীয় চরিত্র। অনেকটা বিবেকের মত, যারা সব বোঝে। 'সারারাত্তির', 'পাগলা ঘোড়া', 'শেষ নেই' ইত্যাদি এ পর্যায়ের নাটক। 'বাবি·

ইতিহাসে' মৃত আত্মা আসে তার আত্মহত্যার কথা বলতে । এগুলির সঙ্গে মিথের কোন যোগসূত্র নেই ।

লোকউপাদানের প্রভাব পাওয়া যায় 'ভুলরাস্তা' একাঙ্ক নাটকে । নাট্যকার পাণ্ডুবানি অনুষ্ঠান দেখে এ নাটক লেখার কথা ভাবেন । এখানে রাজা রানী রাজপুত্র আছে কিন্তু বর্তমান কাল তার ছাপ রেখে গেছে । রাজপুত্র যখন তাঁর মায়ের রোগের জন্য ওষুধ সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন যখন 'ছাদ সে আওরৎ সব কই ফুল ফেলছে । এই ফুলফেলার পেছনে কিন্তু আছে কোতোওয়ালের আদেশ । ঐ যত্তো ফুলের বেত্তসাদার আছে না ? সব কা সাথ কোতওয়ালকা বন্দোবস্ত কমিশন কা । কমিশন, কমিশন, দস্তুরী, বোফর্স' ।[১]

'বল্লভপুরের রূপকথা' আধুনিক রাজরানীর কথা । নায়ক ভূপতি রায় দেনার দায়ে বাড়ি বিক্রি করতে চায়, এমন রাজা সে । কিন্তু সে বাড়িতে রঘুদা নামে একটি চার শ' বছরের ভূত থাকে । অপ্রাকৃত নানা উপাদান থাকলেও এই লঘু রসাত্মক নাটক ।

বাদল সরকারের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক 'এবং ইন্দ্রজিত'-এর শেষে গ্রীক মিথ চরিত্র সিসিফাসের প্রেতাত্মা হল লেখক স্বয়ং । তিনি বলেন —'আমাদের আশা নেই, কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের জানা । আমাদের অতীত ভবিষ্যতের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে । আমরা জেনে গেছি পেছনে যা ছিল সামনেও তাই ।

ইন্দ্রজিৎ : তবু বাঁচতে হবে ।

লেখক : তবু বাঁচতে হবে । তবু চলতে হবে । আমাদের তীর্থ নেই । শুধু যাত্রা আছে । তীর্থ যাত্রা ।'[২]

'যদি আর একবার' নাটকটির প্রেরণা একটি বিদেশী নাটক । 'কিন্তু চরিত্র, সংলাপ, রচনাশৈলী আমার নিজের' অর্থাৎ নাট্যকারের । নাট্যকার সমুদ্রতীরে একটি হোটেলের এক অতিথি সৈকতে বেড়াতে গিয়ে গ্রামের অধিবাসীদের একটি পূজার রিচ্যুয়াল দেখে এসে ম্যানেজার সত্যসিন্ধু বলে,

গান শুনে মনে হয়

এ পূজা ভয়ের । যেন কোন অপদেবতাকে
শান্ত রাখা চাই ।'

সত্যসিন্ধু বুঢ্ঢা জিনের কথা বলে । একদিন সে সমুদ্র থেকে উঠে আসে । খেয়ালী দেবতা । মানুষের দু:খে তার বুক ফাটে । তাদের উপকার করতে যায় । সেই উপকারের ভয়ে সকলে কাঁটা হয়ে থাকে, দরজায় খিল দিয়ে রাখে ।

'ভালো যাই দিয়ে যাক
ফল তার ভালো হয় না কো ।'

এরপর আগাগোড়া বুঢ্ঢা জিনের কীর্তির ফল এ নাটকে ফলেছে । শেষে সবাই সম্বিত ফিরে পেলে সত্যসিন্ধু ছুটকু জিন হয়ে যায় । 'সত্যসিন্ধু ছুটকু জিন ।'

আজ জুটেছে ডবল জিন ।' অতএব ভবিষ্যতে কেউ আর জিনদের উপকারের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না ধরে নেওয়া যেতে পারে ।

আজকের দিনে আর একজন প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় । তাঁর প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' (১৯৬৩) পরের নাটক 'নীলরঙের ঘোড়া' এই রকম প্রায় কম বেশি চৌদ্দটি নাটক নিয়ে একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হচ্ছে । এই পর্যায়ের শেষ নাটক 'রাজরক্ত' (১৯৭২) এই নাটকগুলির জন্য তাঁকে এ্যাবসার্ড ধর্মী নাট্যকার বলা হয় । নাট্যকার অবশ্য নিজেকে কিমিতিবাদী (কিম্ ইতি — (What it is) বলতে চান । এই নাটকগুলিতে আধুনিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা প্রকাশের জন্য ফ্যানটাসি মিশ্রিত হয়েছে । এখানে অবচেতনে মিথ কাজ করেছ । যেমন প্রথম নাটকে নায়কের নাম নেই, বংশপরিচয় সে জানে না । পঞ্চভূত যেমন, পঞ্চইন্দ্রিয় হিসাবে তার মধ্যেও সেই সব 'দেবতা ও ব্রহ্মাণ্ড' প্রবেশ করে আছে বলে সে মনে করে । দ্বিতীয় নাটকে নীল রঙের ঘোড়া আত্মার প্রতীক হয়েছে । রূপকথায় বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রাণ দেহের মধ্যে নয়, স্বতন্ত্র স্থানে বলে মনে করা হয়েছে ।

পরের দিকের নাটকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যার কথা না বলে ব্যক্তিগত মানুষের কথা তাদের সুখদু:খ নিয়ে নাটক রচনা করলেন । এর মধ্যে 'স্বদেশী

নকসা' নামটি থেকে বোঝা যায় এখানে দেশীয় নাটকের প্রভাব পড়েছে। 'যশ্গীমধু' হাসির নাটক। কিন্তু এখানে নায়ককে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে যে সাহায্য করল সে এক জটাধারিণী সন্ন্যাসিনী এবং কেন সে প্রসন্ন হয়ে উপায় বাতলাল, তার হদিস নেই।

তবে এই পর্যায়ে নাটক 'মহাকালীর বাচ্চা'তে[৩] মিথের ওপর নির্ভরতা স্পষ্ট। দত্ত পরিবারে আরাধ্য দেবতা বিষ্ণু বা শিব নন, কালী। এ দেবতাটি ভীষণতার জন্য খ্যাত। মূর্তিও ভয়ঙ্করী। অবশ্য দক্ষিণেশ্বরের মূর্তি ব্যতিক্রম। কালী বলতে লজ্জাহীনতা, কালিমা, উন্মাদনা প্রথমেই মনে আসে। পৌরাণিক কালীও উন্মাদ অবস্থাতে, সৃষ্টি ধ্বংস করার জন্য ছুটে বেরিয়েছিলেন। তাই জন্মক্ষণে যে শিশু 'ধারালো ছুঁচোল লম্বা' এক মুখ দাঁত নিয়ে জন্মায়, প্রথমেই তাকে দেখে মহাকালীর বাচ্চা বলে ওঠা যায়। তাছাড়া তাকে জন্ম দেবার একটু আগে তার জন্মদাত্রী খিদের জ্বালায় মা কালীর মুকুট খড়্গ চুরি করে কালী সেজে তার প্রসাদ খেয়ে গেছে। এ শিশু খিদে সহ্য করে না মায়ের মতো। সে খিদে পেলে খাবেই, চেয়ে বা কেড়ে, চুরি করে যে করে হোক। এমন কি দাঁত দিয়ে জ্যান্ত মুরগী ছিঁড়ে খায়। বলি তো দেবীর সামনেই হয়। নাট্যকার বলেন এ শিশুটি ভবিষ্যতের ছায়া। 'যারা মার খেয়ে মরছে তাদের ভবিষ্যৎ, মারমুখি মূর্তিই এই শিশু – সে ভবিষ্যতের প্রাণীর।' ভবিষ্যতের প্রাণীকে আঁকড়ে আধুনিক নাট্যকার মুখ ফেরান, অতীতে – পৌরাণিক যুগে।

এ যুগের আর একজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার মনোজ মিত্র। তাঁর অধিকাংশ নাটকে বাস্তববাদী গড়নের মধ্যে অতিরেক প্রশ্রয় পেয়েছে। মহাভারতের কাহিনী নিয়ে একাঙ্ক নাটক 'অশ্বত্থামা' তেমন রসোত্তীর্ণ হয় নি। কিন্তু 'মেষ ও রাক্ষস' ও 'রাজদর্শন' দুটিই সার্থক নাটক। এখানে রূপকথার ধাঁচটি নেওয়া হয়েছে। 'মেষ ও রাক্ষসে' এক নির্মম অত্যাচারী রাজা বিরোধী মানুষকে বশংবদ মেষে পরিণত করে। গুপ্ত হত্যার শিকার হন রূপ নগরের তরুণ তাজা প্রাণ। বর্তমান সমাজের জটিল বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের আবর্তন আছে এখানে। 'রাজদর্শনে' রূপকথার মজাটুকু নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিককে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টায়। না হলে এও বর্তমান যুগের কথা।

'কিনু কাহারের থেটার' লোকনাট্যের রীতিতে লেখা একটি আদ্যন্ত দেশজ নাটক।

এখানে থিয়েটারের মধ্যে থিয়েটার আসছে । 'নরক গুলজার' নাটকে ব্রহ্মা, নারদ, যম, চিত্রগুপ্ত, শিব অথবা শনি ঠাকুর কেউই স্বর্গের দেবতা নন । মর্তে তাঁদের অসংখ্যবার দেখা যায় । জনপ্রিয়তার চেষ্টায় মিথিকাল চরিত্র ভেঙে চুরে টাইপ চরিত্র রচনাকরা ।

বর্তমান সময়ে অনেক শক্তিশালী নাট্যকার এসেছেন ও আসছেন । পৃথকভাবে সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় । মোটামুটি ভাবে রাজনৈতিক সচেতনতা, সমাজ সমালোচনার দায় প্রত্যেকেই কম বেশি গ্রহণ করেছেন । নাটক মাত্রই সমবেত সৃষ্টির ফল । তাই পারিপার্শ্বিককে অগ্রাহ্য করা সম্ভব না । তবে মানুষের অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা প্রকাশ করতে মিথের সাহায্য লাগে । যেমন দেবাশিস মজুমদারের 'দানসাগর'[৪] নাটকে খিসু তার ছেলেকে বলে মৃত স্ত্রী দাহ না করতে, বরং স্ত্রীর মৃতদেহ নিয়ে শিবের মত তান্ডব নৃত্য করতে । 'হ্যাঁ - তুই শিব ছাড়া আবার কে ..... খালি গা আদুল নাদুল — গায়ে ধুলো মাটি না কি ছাইভস্ম — নেশায় শরীর টলমল' ।

এমনকি ইন্দ্রাশিস লাহিড়ীর কন্টিনিউয়িটির মত মজার নাটকও শেষ হয় যে আবৃত্তিতে সেখানে ভাসে কৃষ্ণের আর্তি ।

'বৃথাই তোমরা স্নেহে আমার শিরচুম্বন করেছো
বৃথাই কেউ মমতায় আমার ললাটে এঁকেছো জয়তিলক
কুরুপুত্রেরা যখন
উরু দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়
তখনও তোমাদের রক্ষা করার সামর্থ
আমি পাই না ।'[৫]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় নিজের নাটক আলোচনায় যে কথা বলেছেন, সেটি এ যুগের আলোচিত নাট্যকারদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, "অ্যাপারেন্ট রিয়ালিটি ভেঙে ইনার রিয়ালিটির তাৎপর্য ..... জীবনের ভাসমান দৃশ্যরূপ সর্বদা পুরো সত্যকে প্রকাশ করে না — সেখানে এই পদ্ধতি চৈতন্যের তলদেশে যে আর্কায়িত চেতনা গভীরতর বিফেন রয়েছে তাকে তুলে আনে । আপাত বাস্তবতাকে ভেঙে গভীরতর সত্য ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ শিল্পগত তাগিদ আমাদের

দেশের ঐতিহ্যের মধ্যেই বর্তমান। মালদহের গম্ভীরা নাট্যানুষ্ঠানে এ জাতীয় পরীক্ষা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেবদেবীর মূর্তিকল্পনাও এই সত্য প্রকাশ করে। আমাদের রূপকথা, পুরাণ ও মহাকাব্য ও সংস্কৃত নাটকে রিয়ালিটিকে বার বার ভাঙা হয়েছে। দশভুজা দুর্গা, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, হস্তীমুখ গণেশের মূর্তি আমাদের কল্পনা ও যথার্থ গণিত মেলে চলে না তারই কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে না ? আজকের ড্রামা ল্যাঙ্গোয়েজ আমাদের স্বাদেশিক চিত্তের ভাষাকে রূপময় ও অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারে।"[৬]

নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক সমস্ত দিক থেকে উৎপল দত্ত আমাদের নাট্যসংস্কৃতিতে একটি বিরাট স্থান নিয়ে থাকলেও মিথ তাঁকে প্রভাবিত করে নি। তাই পৃথকভাবে আলোচনা করা হল না। তবে তাঁর অধিকাংশ নাটকের সঙ্গে যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদির নাম আছে। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, টিনের তরোয়াল, ব্যারিকেড, রাইফেল, ফেরারী ফৌজ এগুলিতে হীরো মিথের প্রভাব পড়েছে বললে একটু কষ্টকল্পনা হয়ে যায়, যদিও সংগ্রাম আদিম মানুষের মিথ সৃষ্টি করেছিল।

সূত্র নির্দেশ

১। বাদল সরকার — 'ভুল রাস্তা', দেশ পত্রিকা ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯২।

২। বাদল সরকার এবং ইন্দ্রজিৎ — প্রকাশক অঞ্জলি বসু।

৩। মোহিত চট্টোপাধ্যায় — মহাকালীর বাচ্চা, থিয়েটার বুলেটিন পত্রিকা সম্পাদক রজত ঘোষ।

৪। দেবাশিস মজুমদার — দানসাগর : বহুরূপী পত্রিকা ৩৩শ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৬৯।

৫। ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী — কন্টিনিউয়িটি, স্যাশ পত্রিকা ১০ম বার্ষিক সংখ্যা ১৯৩৩।

৬। মোহিত চট্টোপাধ্যায় — পঁচিশ বছর নাট্যকারের চিন্তা, বহুরূপী পত্রিকা, ৩৩শ সংখ্যা অক্টোবর ১৯৬৯।